# অশরীরী

## লামিয়া হান্নান স্নেহা

তাম্রলিপি



**অশরীরী**
লামিয়া হান্নান স্নেহা

**গ্রন্থস্বত্ব :** লেখক

**প্রথম প্রকাশ :** ফেব্রুয়ারি ২০২৩

**তাম্রলিপি :** ৬৮৭

**প্রকাশক**
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**প্রচ্ছদ**
জাওয়াদ উল আলম

**বর্ণ বিন্যাস**
তাম্রলিপি কম্পিউটার

**মুদ্রণ**
মেসার্স সোমা প্রিন্টিং প্রেস

**মূল্য :** ২৮০.০০

---

**Oshoriri**
**By :** Lamia Hannan Sneha
**First Published :** February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
**Price :** 280.00 $6
**ISBN :** 978-984-97136-8-5

# উৎসর্গ

উৎসর্গ করার মতো অনেকে আছে। যে নেই, তাকেই উৎসর্গ করছি।

যার জন্য কাঁদার কৈফিয়ত আমাকে দিতে হয়েছে, যার মৃত্যু কিছু মানুষের জন্য ঠাট্টার বিষয় হয়েছে, যার অসুস্থতার চিকিৎসা বিলাসিতা নাম পেয়েছে। সেই তুচ্ছ, অজ্ঞাত, মূর্খকে উৎসর্গ করছি এই বইটি।

মাত্র আট মাসের পরিচয় আমাদের, যার চার মাস চলে গেল হাসপাতালে দৌড়াদৌড়িতে আর ছয় মাস তার সুস্থতা কামনায়। কিন্তু তবুও মাত্র দুমাসের সুন্দর স্মৃতিটুকুন আমি যত্নে আগলে রাখতে পেরেছি, সুন্দর তবে সংগ্রামী দিনগুলোর কথা ভেবে হাসতে পেরেছি, ভয়াবহ সময়গুলো থেকে নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি, এর চাইতে বড় কিছু আর কি চাইতে পারি?

যারা ভালোবাসার পূর্বে কারণ অথবা স্বার্থ খোঁজে, যাদের মনে দুর্বলদের প্রতি মায়া-মমতার জায়গা নেই, তাদের চাইতে ১০ মাসের জীবনধারী প্রাণীটি আমার কাছে অনেক মূল্যবান। সে অনন্তকাল জুড়ে বেঁচে থাকবে আমার হৃদয়ের কোণে, জায়গা পাবে আমার বইয়ের পাতায় আর পরিচয় দিবে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার।

# লেখকের কথা

অশরীরী বইটি লেখার ভাবনা এসেছিল এক অন্ধকার রাতে। অন্য একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি (সায়েন্স ফিকশন) বই লেখাকালীন হঠাৎ এই বইটি লেখার খুব ইচ্ছা জাগল। আমিও নিজের মনকে প্রাধান্য দিয়ে লিখে ফেললাম। যারা আমার বই পড়েছে, তারা জানে আমার প্রত্যেকটা বইয়েই রহস্যময় কিছু না কিছু থাকে। তবে থ্রিলারধর্মী বিবেচনা করলে এটাই আমার প্রথম থ্রিলার বই লেখা।

বইটিতে ভৌতিক অথবা সামান্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির ফলক আছে বলেও সম্বোধন করা যেতে পারে। কেননা বইটি এই তিনটি জনরার মিশ্রণে তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনোদনের জন্যই তৈরি হয়েছে 'অশরীরী'। কিন্তু এর মাধ্যমে ছোটো ছোটো দুই-একটি ম্যাসেজ আমি পাঠকদের পাঠাতে চেয়েছি, পাঠক সেটি গ্রহণ করবে কি না এতে কোনো বাধ্যকতা নেই।

বেশি কিছু বলে বইয়ের কোনো রহস্য উন্মোচন করতে চাই না। তবে এইটুকু নিশ্চিত বলতে পারি, প্রথমে আপনি যা যা পড়ে অগ্রসর হবেন, শেষটা তা নাও হতে পারে...।

"আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাই একই ঘটনাকে ভিন্ন মানুষ ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু যারা সহানুভূতি প্রকাশ করতে জানে, অন্যের অনুভূতি অনুভব করার চেষ্টা করে, শুধু তারাই সকলকে ভালোবাসার শক্তি অর্জন করতে পারে।"

বিকালের হালকা বাতাসের স্রোতে ইয়ামার মুখে ধ্বনিত হওয়া বাক্যগুলো কারো কানে পৌঁছাল কি না ইয়ামা জানে না। কিন্তু তবুও এই পরিবেশ, এই মানুষ, এই আবহাওয়া তাকে তৃপ্ত করছে। সে উপভোগ করতে পারছে এই প্রশান্তিময় সময়।

এমন সময় ইয়ামার সামনে গোল হয়ে বসা বাচ্চাগুলোর মাঝে থাকা নতুন মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আচ্ছা, উনি কে?"

"উনি ইয়ামা আপা, নাইমা। এখানে আমাদের সকলের অভিভাবক হচ্ছেন তিনি।"– সেতু বলল।

নাইমা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবে ভাবল, কিন্তু করতে পারল না। কেননা সকলে খুব মনোযোগ দিয়ে ইয়ামা আপার কথা শুনছে। আর বোঝাই যাচ্ছে, অতিরিক্ত কথা বললে তারা অবশ্যই নাইমার উপর বিরক্ত হবে।

ইয়ামা আপা মনোযোগী শ্রোতাদের ক্লান্তি উপলব্ধি করতে পারল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরীক্ষা করে নিল তাদের মনোযোগ। বাচ্চারা দিনের এই সময়টা যে উপভোগ করে না, সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে ইয়ামা। কিন্তু তবুও গুণী মানুষদের সম্পর্কে জানা, জীবনের বিভিন্ন নীতি শেখা এবং বাস্তবিক অর্থে জীবনকে বুঝার জন্য এটুকু কষ্ট করাও সার্থক।

ইয়ামা হাসিমুখে বলল, "আচ্ছা, অনেক হয়েছে জ্ঞানের কথা। এখন আমাদের পরিচয় পর্ব শুরু হবে। নাইমা, তুমি আপার কাছে এসো।"



নাইমা উঠে দাঁড়াতেই ইয়ামা তার হাত বাড়িয়ে দিল। নাইমা কী করবে বুঝতে পারল না। দিশেহারা হয়ে সেতুর দিকে তাকালো সে।

সেতু ইশারায় জানালো ইয়ামা আপার হাতদুটি ধরতে। কিছুটা সংকোচ নিয়ে ইয়ামার হাতে স্পর্শ করতেই ইয়ামা তাকে স্নিগ্ধ হাতে আগলে নিল। সামান্য স্পর্শেই ইয়ামা তার দুই হাত এমনভাবে ধরল যেন কত বছরের পরিচয় তাদের। কত স্নেহের এবং মমতার মানুষ সে ইয়ামার কাছে। হঠাৎ নাইমার মনে হলো সে স্পর্শের ভাষা বুঝতে পারে, সে বুঝতে পারে ইয়ামার অনুভূতি। কিন্তু এত কিছু সে কখন শিখল? এগুলো কি শুধুই আবেগের মাধ্যমে প্রকাশ পায় ? নাকি সবসময়ই নাইমা এসব জানত, তবে খুঁজে পেত না।

ইয়ামা নাইমাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল, "নাইমা, তোমার নতুন পরিবারের সাথে পরিচয় হয়েছে?"

"সেতুর সাথে আমার কথা হয়েছে..."– নাইমা একটু লাজুক ভঙ্গিতে বলল।

"পরিবার একজনকে দিয়ে হয় না। এখানে যারা আছে সকলেই তোমার পরিবার। তোমার ভাইবোন। নিজেকে তাদের মাঝে পরিচয় করাও?"

নাইমা ধীরে ধীরে বলল, "আমার নাম নাইমা...। আমার বয়স সা-সাত বছর..."

সকলের এত এত আকর্ষণ নাইমাকে ভীত করছে। এটুকু বয়সে কেউ হয়তো তাকে এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখেনি, কথা শুনেনি। সে ছিল অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। জন্ম থেকেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে এক অবাঞ্ছিত মানুষ।

সেখানে হঠাৎ করেই এত মানুষের আকর্ষণ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার।

প্রচণ্ড সংকোচ নিয়ে সে আরও কিছু বলার চেষ্টা করল এমন সময় সেতু দাঁড়িয়ে পড়ল। একগাল হাসি নিয়ে বলল, "তোমার সাথে পরিচয় হয়ে অনেক ভালো লাগল নাইমা। আমি সেতু, তোমার থেকে আমি এক বছরের বড়ো। তাই এখন থেকে আমাকে ভাইয়া বলে ডাকতে হবে তোমায়।"

নাইমার বুকে থাকা ভারী চাপটি নেমে গেল। সেতুর হাসির উজ্জ্বলতায় যেন পুড়ে গেল সংকোচময় পরিবেশটা।

"আর আমি আদনান। তোমার যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে জানাবে, আমি হচ্ছি এখানকার সমাধানকারী। অদ্ভুত হলেও সত্য, আমাদের এখানকার বেশিরভাগ মানুষ ইন্ট্রোভার্ট। তাই আমার মতো বাচাল মানুষকে দিয়েই সকলে সকলের সমস্যার সমাধান খুঁজে। কোনো কিছু করতে বা বলতে যদি তোমার সমস্যা হয়, আমাকে জানাবে। আমি ব্যবস্থা করে দিব।"– আদনান একটানা বলল।

জয়া আদনানের দিকে বিরক্ত মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ভারী কণ্ঠে বলল, "সারা জীবনের কথা আজকেই বলে শেষ করবি বলে মনে হচ্ছে।"

"তাতে তোর কী?"

"শুধু আমার না। এটা সকলের জন্যই সমস্যার। এমনকি পরিবেশের জন্যও। তুই যা করছিস সেটা হচ্ছে শব্দ দূষণ।"

"আমি কথা বললে শব্দ দূষণ হয়?"

জয় তাদের মাঝে হাত দিয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল। তারপর দাঁত দেখিয়ে বলল, "নাইমা, ওদের মাইন্ড করবে না। ওরা এমনিতেই মজা করছে।"

জয়া গম্ভীর মুখে বলল, "একদমই না। আমি সবসময় সিরিয়াস।"

জয় আবারো হাসতে হাসতে বলল, "তা যাই হোক, আমি হচ্ছি জয়।"

"আমাকে কিন্তু জয়ের জমজ বোন টোন ভাববে না। আমরা দুই জগতের দুই মানুষ। আমাদের পার্থক্য আকাশ পাতাল। শুধু নামেই কীভাবে যেন মিল হয়ে গেছে।"– জয়া বাধা দিয়ে বলল।

ইয়ামাসহ সকলেই মুচকি হাসল। জয় আবারো হাসতে হাসতে বলা শুরু করল।

"নাইমা, আমাকে তুমি আলোকিত মানুষও বলতে পারো। আমি সবসময় আলোর মতো সকল অন্ধকার পরিবেশকে সামলে নেই, তাই ইয়ামা আপা আমাকে এই নাম দিয়েছে।"



আদনান আগ বাড়িয়ে বলল, "জয় কিন্তু অন্ধকারকে ভয় পায়।"

"তোকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে?"– জয়া ভ্রু কুঁচকে বলল।

"উফ্! তোর জন্য তো কথাই বলা যাবে না দেখছি!"

"সেটাই উত্তম হবে।"

ইয়ামা হাসতে হাসতে বলল, "হয়েছে বাবা হয়েছে। তোদের তো দেখছি ঝগড়ার কোনো অন্তই নেই। এত ঝগড়া করিস কেন তোরা দুজন?"

রিনি তাদের হয়ে বলল, "আপা, ওরা তো এখন সুযোগই পায় না ঝগড়া করার। নাজমা আপু, ওদের দুজনকে দিয়ে এক্সট্রা কাজ করায়, যদি ওরা ঝগড়া করে। তাই ওরা একজন অন্যজনের সাথে কথাই বলে না। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে ওদের সাহস হয়েছে।"

"কার কী সাহস হয়েছে?"– নাজমা তাদের মাঝে বসতে বসতে বলল।

আদনান আর জয়া একসাথে বলল, "না না। কিছু না।"

তারপর দুজন নড়ে চড়ে বসে পড়ল। একজনের সাথে অন্যজনের ভুলক্রমে চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল তারা।

এমন সময় অরিন উঠে বলল, "ইয়ামা আপা, আমরা সবাই এখানে বসে আছি কিন্তু জয়িতা আমাদের মাঝে নেই। আমাদের সাথে জয়িতা খেলে না, মারামারি করে। আপনি কি জয়িতাকে বকে দিবেন?"

নাজমা অরিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজকে একটা নতুন মেয়ের সাথে তোদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর তোরা কি না বসে বসে একজন অন্যজনের বিচার দিচ্ছিস?"

"সরি, নাজমা আপু।"– অরিন বলল।

ইয়ামা বলল, "থাক। বকিস না, বাচ্চা মানুষ ওরা। রিনি, অরিন তোমরা তো এখনো নাইমার সাথে পরিচিত হলে না।"

রিনি সাথে সাথে উঠে বলল, "হ্যালো নাইমা। আমি রিনি।"

"আর আমি অরিন। নাইস টু মিট ইউ।"

ইয়ামা হাততালি দিয়ে বলল, "বাহ্ বাহ্! আজকে তা হলে পরিচয় পর্ব শেষ হলো।"

সকলে ইয়ামার সাথে সাথে হাততালি দিল। তারপর হাসি মুখে দৌড়ে পালালো টিভির রুমে। একসাথে দলবেঁধে হইহুল্লা করে বসে পড়ল টিভির সামনে। আপার ডাক অমান্য করতে চাইনি বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে এসে জড়ো হয়েছিল উঠানে। যদিও আপার গল্প শুনতে তাদের বড্ড ভালো লাগে, তবুও সপ্তাহে একবার আসা তাদের প্রিয় কার্টুনটা ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল।

ইয়ামা আর নাজমা বসে রইল খোলা আকাশের নিচে। কিছুক্ষণ হাসি মুখে ইয়ামা বাচ্চাদের হাঁটার শব্দ শুনল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "জয়িতা মেয়েটা টিভি দেখতে খুব পছন্দ করে, তাই না? থাক দেখুক, পরে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে নাইমাকে।"

"হুম যাবে। তুমি ভেতরে যাবে না?"

"আমি আরও কিছুক্ষণ বাইরে থাকব। একটু বাগানের দিকে যাব। তুই যাবি?"

"না।"

নাজমা নির্দ্বিধায় না বলে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

ইয়ামা উঠতে নিতেই আকাশ ইয়ামার দুই হাত ধরল।

"ওমা তুই কখন এলি?"– ইয়ামা চমকে বলল।

"আমি তো বাগানেই ছিলাম। গাছে পানি দিচ্ছিলাম। বাচ্চাদের ফিরে যেতে দেখে তোমার কাছে এলাম। এখন তো বাগানেই যাবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, চল।"

আকাশের হাতে ভর করে উঠে দাঁড়াল ইয়ামা। ধীরে ধীরে কয়েকটি সিড়ি নামতে নামতে ইয়ামা বলল, "টিভিতে চালু হওয়া নতুন কার্টুনটা মনে হচ্ছে আসলেই খুব সুন্দর। সবাই দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।"

"হুম।"

"তুই টিভি দেখতে যাসনি?"– আকাশের সাহায্য নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল ইয়ামা।

"আমি কি এখনো বাচ্চা নাকি আপা? কার্টুন দেখার কি বয়স আছে?"



"সেটাই তো আমি বলছি। কার্টুন দেখার কোনো বয়স নেই, আমি এখনো দেখি। দেখি বলতে শুনি আর কি। কেমন দেখতে হবে, কীভাবে কথা বলবে ওসব ভেবে নিই। মনে মনে তৈরি করে নিই। ঠিক যেমন তোদের ছবি এঁকে নেই, ঠিক সেভাবে।"

"তো কেমন আঁকলে আমাদের?"

"তা আমি ঠিক জানি না রে। কিছুটা ঝাপসা ছবি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তোরা একসাথে ভারি সুখে আছিস, আনন্দে আছিস। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সুখ হারিয়ে যায়। মনে হয় রঙগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সকল রং মিশ্রিত হয়ে দম বন্ধ করা গাঢ় কালো একটা বৃত্ত ঘুরপাক খাচ্ছে...।"

"আপা, যতই তুমি ওদের ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে আগলে রাখতে চাও, দিনশেষে ওরা সকলেই অনাথ-এতিম। কারো কারো বাবা-মা থাকলেও ওদের জন্য তারা মৃত। ওরা একসাথে থাকলেও ওরা একা। এটা তোমার ব্যর্থতা না আপা, এটা ওদের ছোট্ট মনে লেগে থাকা দীর্ঘ দিনের ক্ষত। যার দাগ তাদের বইতে হবে সারাটা জীবন। ওরা চাইলেও সেই দাগ মুছতে পারবে না, কেননা সেটাই ওদের পরিচয়, সেটাই ওদের অতীত।"

ইয়ামা কিছুক্ষণ নীরব রইল। হয়তো কিছু কঠিন কথা শোনার পর মনকে স্বস্তি দেওয়ার আশায় বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সে পারল না, বাতাসের স্রোতের সাথে হালকা শীতলতায় গা ভাসিয়ে সে তার মনকে এড়াতে পারল না।

"আচ্ছা আকাশ, তুইও কি এখনো হাসিস না? তোর ওই গম্ভীর মুখখানা কি পাল্টেছে?"– ইয়ামা জিজ্ঞাসা করল।

"কী আবোল তাবোল ভাবছ, আপা? এসব চিন্তা এখন করার সময় না। ঠান্ডা বাতাস বইছে, চলো তোমায় ভেতরে নিয়ে যাই।"

"না, না আকাশ। ভেতরে যাব না। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি একটু খোলা আকাশের নিচে থাকব। তুই আমায় ফুলগাছগুলোর দিকে নিয়ে যেতে পারবি?"

"হ্যাঁ আপা, পারব। চলো।"

আকাশ ইয়ামাকে নিয়ে বাগানের দিকটায় হাঁটতে গেল। শহরের হাজারো যানবাহনের কোলাহলের মাঝে এই জায়গাটা কীভাবে যেন সকলের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। কীভাবে যেন এখানকার মানুষগুলো যান্ত্রিকতার থেকে একটু রেহাই পেয়ে গেছে।

এই নিরিবিলি বাড়ির চারপাশটা জুড়ে গাছ আর ফুলে পরিপূর্ণ। এই গাছগুলো একদিন ইয়ামা নিজ হাতেই লাগিয়েছিল। কিন্তু যত্ন নিতে পারেনি ঠিকঠাক। নানা দায়িত্বের ভার আর সময়ের স্বল্পতায় গাছগুলো তার মালিকের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু তবুও গাছগুলো বেড়ে উঠেছে, পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নিয়েছে, সময়ের সাথে সাথে অনেক বড়ো হয়ে অন্যদের বাঁচতে সাহায্য করছে। ছায়া দিচ্ছে, ফল দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে আরও কত কী!

অবহেলিত, অদেখা, অপ্রত্যাশিত জিনিসগুলোও মাঝে মাঝে বেঁচে যায়। একা একাই বেড়ে উঠে, গড়ে উঠে। সকলের চোখের আড়ালে তাদের জীবনও কেটে যায়। ঠিক এই গাছগুলো, পুরনো বাড়িটি এবং এই বাড়িতে থাকা অনাথ শিশুগুলোর মতো।

নাইমা জানালা দিয়ে বাগানের দিকটায় উঁকি দিচ্ছে। সুন্দর ফুলগুলো দেখতে তার ভালোই লাগছে। অন্যরা সকলে টিভি দেখায় ব্যস্ত। এত মজার একটা কার্টুন, কিন্তু কেন যেন নাইমার মনেই ধরছে না এই কার্টুনটা। যদিও সেটা নাইমা অন্যদের বলেনি।

"কী করছ?"

নাইমা চমকে উঠল হঠাৎ গলার শব্দ শুনে। পেছনে ফিরে সে তাকিয়ে দেখল, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অরিন।

"দেখছিলাম বাইরের গাছগুলো। ওগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।"– নাইমা বলল।

"হ্যাঁ। ওগুলো অনেক আগে থেকেই এখানে আছে।"

"আচ্ছা, এখান দিয়ে আসার সময় একটা স্কুল দেখলাম। স্কুলটা অনেক পুরনো, মনে হচ্ছিল ক্লাস হয় না। তোমরা কি ওই স্কুলে পড় নাকি অন্য কোথাও?"



"আমরা বাসায় পড়ি। আমাদের বাড়িতে শিক্ষক আসত। এখন অবশ্য আসে না।"

"কেন?"

"কিছুদিন আগেই তিনি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।"

"ইস! সরি..."– নাইমা নিচু স্বরে বলল।

"ইটস ওকে। ইটস ওকে। এমনিতেও স্যারের সাথে আমাদের অত ভালো সম্পর্ক ছিল না। স্যার শুধু আমাদের মারতেন।"

"তোমরা সাধারণ স্কুলে যাও না কেন?"

"তার অনেক কাহিনি আছে। পরে একদিন বলব।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

"তুমি ইয়ামা আপা, নাজমা আপু, আকাশ ভাইয়া এদের চিনো?"– অরিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"শুনেছি ইয়ামা আপা আমাদের অভিভাবক। আর কিছু জানি না।"

"হ্যাঁ, ইয়ামা আপা আমাদের অভিভাবক। তিনিই মূলত আমাদের সকলের ভরণপোষণ করে। আগে আপাও এখানে থাকত, বিয়ের পর থেকে চয়ন ভাইয়ার সাথে শহরের দিকটায় থাকে। বর্তমানে নাজমা আপুই আমাদের দেখাশোনা করে, রান্নাবান্না করে। নাজমা আপুও আমাদের মতোই এখানে বড়ো হয়েছে। আর আকাশ ভাইয়া।"

তাদের কথায় বাধা দিয়ে রিনি বলল, "অরিনের বাচ্চা তুই এখানে পড়ে আছিস? নাজমা আপু কখন থেকে খুঁজছে তোকে!"

"কেন? আমাকে খুঁজছে কেন?"– অরিন বিস্মিত হয়ে বলল।

"নাজমা আপু চা নাশতা রেডি করছে। আজকে বৃহস্পতিবার তুই জানিস না? আজ আপুকে সাহায্যের পালা তোর।"

"ইস! একদমই ভুলে গিয়েছিলাম।"– অরিন মাথায় হাত দিয়ে দৌড়ে পালালো।

রিনি নাইমার দিকে কিছুক্ষণ আড় চোখে তাকালো। কী বিষয়ে কথা বলা যায় একটু ভাবল। তারপর বলল, "কী নাম যেন তোমার?"

"নাইমা।"